বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ডাকবাক্স নং ৩২৫
ঢাকা
বাংলাদেশ
www.bangladesh-bank.org.bd

কৃষিঋণ ও স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ
(কৃষি ঋণ উপ-বিভাগ)

সূত্র নং-এসিএসপিডি সার্কুলার নং : ১০

১৪ আশ্বিন, ১৪১৫
তারিখঃ----------

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৮

বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

কৃষি/পল্লীঋণ বিতরণ কর্মসূচী প্রসঙ্গে ।
(Disbursement of Agricultural/Rural Credit)

সাম্প্রতিককালে নানাবিধ কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় কৃষি পণ্যের সরবরাহ হ্রাস পেয়েছে । ফলশ্রুতিতে দেশকে খাদ্য ঘাটতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে । প্রয়োজনের তুলনায় কৃষি উৎপাদন কম হওয়ায় কৃষিপণ্যের আমদানি নির্ভরতা ক্রমশঃ বাড়ছে । খাদ্য ঘাটতি হ্রাস করতে অভ্যন্তরীন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিকল্প নেই । কৃষি উৎপাদন কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় আনার জন্য কৃষিখাতে ঋণ/অগ্রিম বৃদ্ধি অতীব জরুরি । ঋণ/অগ্রিম কৃষকগণকে উন্নত বীজ, সার ইত্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখে । এমতাবস্থায়, ঋণ/অগ্রিম বিতরণ বৃদ্ধি করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ঃ

ক) বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংককে কৃষিখাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে ।

খ) প্রত্যেক ব্যাংক তাদের মোট ঋণ পোর্টফোলিওর একটি অংশ কৃষিঋণ বিতরণের জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করবে । প্রতি অর্থবছরের শুরুতে এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে । লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবভিত্তিক হতে হবে এবং ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পক্ষ থেকে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে ।

গ) চলতি অর্থবছরের (২০০৮-২০০৯) জন্য যে সকল ব্যাংক কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেনি সে সকল ব্যাংক অবিলম্বে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে ।

ঘ) ব্যাংক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বাস্তবভিত্তিক প্রতীয়মান না হলে সেক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশ প্রদান করবে ।

ঙ) অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরণ অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল উৎপাদন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে Area approach পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক কৃষিঋণ বিতরণ করতে হবে । যে সকল এলাকায় পর্যাপ্ত শাক-সবজি, পিঁয়াজ, আদা, রসুন, ডালজাতীয় শস্য, কলা, পান-বরজ, মরিচ, আলু ইত্যাদি ফসল উৎপাদন হয়, সে সকল এলাকায় সকল ফসলের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে । এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে এলাকা নির্ধারণ ও প্রকৃত কৃষকদের তালিকা সংগ্রহপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । Area approach পদ্ধতিতে যে সব এলাকায় মৎস্য চাষের সুযোগ আছে সেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবীকে পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে । এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়-এর সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে ।

চ) যে সকল ব্যাংকের পল্লী অঞ্চলে শাখা নেই অথবা যাদের শাখার সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়, তারা কৃষিঋণ বিতরণে **NGO-linkage** ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিখাতে ঋণ বিতরণ করবে । তবে বিতরণকৃত ঋণ কৃষিখাতে সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা ব্যাংকগুলো নিশ্চিত হবে ।

ছ) উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ অবিলম্বে কার্যকর হবে ।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আবদুল হক)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৭১২০৯৪৭